بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৮ মার্চ, ২০২৫ মোতাবেক ২৮ আমান, ১৪০৪ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই রমযান মাস অতিবাহিত করার তৌফিক দিয়েছেন এবং আজ এই রমযানের শেষ জুমুআ। এটি আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহ, আমাদের মধ্য হতে অনেককেই তিনি ইবাদত করার তৌফিক দিয়েছেন এবং রোযা রাখারও সামর্থ্য দিয়েছেন। কিন্তু এর পাশাপাশি আমাদেরকে এদিকেও মনোযোগ দেওয়া উচিত যে, শুধুমাত্র রমযানে রোযা রাখলে কিংবা রমযানে ইবাদত করলেই আমাদের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য অর্জিত হয়ে যায় না, বরং আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই উপদেশ দিয়েছেন, এই নির্দেশনা দিয়েছেন যে, তোমাদেরকে স্থায়ীভাবে আমার ইবাদতকারী বান্দা হতে হবে এবং আমার ইবাদতের প্রাপ্য অধিকার যথাযথভাবে প্রদানের চেষ্টা করতে হবে।

কাজেই, এই দিনগুলোতে যারা নামাযের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করার তৌফিক পেয়েছেন, বাজামাত নামায পড়ার প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন, নফল নামায পড়ার প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন, পবিত্র কুরআন পাঠ করার প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন এবং আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এর ওপর আমল করারও সামর্থ্য দিয়েছেন, তাদের এখন আবশ্যিক দায়িত্ব হলো, এই সৎকাজগুলো অব্যাহত রাখা। আর এসব পুণ্য অব্যাহত রাখলেই আমরা সেই উদ্দেশ্য অর্জনকারী হতে পারব, যা আল্লাহ্ তা'লা মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য আখ্যা দিয়েছেন। আর এযুগে আমরা মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান সেবকের হাতে বয়আত করে এই অঙ্গীকার নবায়ন করেছি।

অতএব, এগুলো পালন করার জন্য আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত। আজও এবং রমযানের অবশিষ্ট যে দুই-তিন দিন বা দুদিন আছে, এ দিনগুলোতেও এই দোয়া করা উচিত, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই রমযানের কল্যাণের কারণে আগামীতেও এসব নেকী (বা পুণ্যকাজ) অব্যাহত রাখার তৌফিক দান করুন। আর রমযানের পরে আমরা যেন এসব পুণ্যকাজ ভুলে না যাই, যেগুলো আমরা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে পালন করেছি। কারণ, এটিই মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ, একজন মু'মিন সে-ই, যে এক নামাযের পরে পরের নামাযের বিষয়ে চিন্তিত থাকে, এক জুমুআর পরে পরবর্তী জুমুআর চিন্তা করে, এক রমযান শেষে পরের রমযানের চিন্তা থাকে। অর্থাৎ সে প্রহর গুনতে থাকে যেন সেটি (রমযান) আসে এবং আমি আবার সেই ইবাদত করতে পারি। আর এই সময়কালে সে সেসব পুণ্যকাজও করতে থাকে যা করার আল্লাহ্ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন। আর এই সময়কালে সেসব পুণ্যকাজ করতে থাকি, যেগুলো করার নির্দেশ আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন। আর এসব ইবাদত এই সময়কালে সংঘটিত ছোটো-খাটো ভুল-ত্রুটি এবং গুনাহ্র কাফ্ফারা হয়ে যায়। মহানবী (সা.) বলেছেন, এগুলো কাফ্ফারা বা প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যায়।

অতএব, রমযান যেভাবে গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি প্রত্যেক নামায এবং প্রত্যেক জুমুআও গুরুত্বপূর্ণ। এমন নয় যে, রমযানের শেষ জুমুআ তাই বরকতপূর্ণ, প্রত্যেক জুমুআই

বরকতপূর্ণ। যেমনটি আমি বলেছি, এযুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা পাঠিয়েছেন এবং আমরা তাঁকে মানার তৌফিক লাভ করেছি। তিনি তাঁর জামা'তকে অসংখ্য উপদেশ দিয়েছেন যে, কীভাবে তোমরা প্রকৃত মুসলমান হতে পারবে, কীভাবে সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্ তা'লার বান্দা হতে পারবে, কীভাবে মহানবী (সা.)-এর উম্মতের সদস্য হতে পারবে। অতএব, এ বিষয়গুলো আমাদের স্মরণ রাখা উচিত।

একবার তিনি (আ.) উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, **আমি বারংবার আমার জামা'তকে বলেছি, তোমরা শুধু আমার (হাতে কৃত) এই বয়আতের ওপরই ভরসা কোরো না। যতক্ষণ পর্যন্ত এর প্রকৃত মর্ম অনুধাবন না করবে, ততক্ষণ মুক্তি পাবে না। খোসার ওপর সন্তুষ্ট থাকা ব্যক্তি মগজ বা সারবস্তু থেকে বঞ্চিত থাকে**। তিনি (আ.) বলেন, মুরিদ বা শিষ্য যদি আমেল বা আমলকারী না হয় তাহলে পীরের বুযুর্গী বা আধ্যাত্মিকতা তার কোনো উপকারে আসে না। একথা বলে দেয়া যে, আমি অমুক পীরের বয়আত গ্রহণ করেছি, আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বয়আতভুক্ত হয়ে গেছি, তাই আমি অনেক কিছু পেয়ে গেছি। তিনি (আ.) বলেছেন, না এমনটি হতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা নিজেরা অনুশীলনকারী না হবো ততক্ষণ পর্যন্ত এই বয়আত আমাদের কোনো উপকার সাধন করতে পারবে না। তিনি (আ.) বলেন, এর উদাহরণ হলো এমন, কেউ যদি কোনো চিকিৎসকের কাছে যায় এবং সে তাকে (একটি) ব্যবস্থাপত্র প্রদান করে আর সে সেই ব্যবস্থাপত্রটি নিয়ে রেখে দেয় তাহলে এতে (তার) কোনো উপকার হবে না। উপকার তখনই হবে যখন সেই ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন কিংবা চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ি চিকিৎসা গ্রহণ করবে, সেসব ঔষধ সেবন করবে। তাই তিনি (আ.) বলেন, আমি 'কিশ্তিয়ে নুহ্' নামে একটি পুস্তক রচনা করেছি। এই কিশতিয়ে নুহ্ পুস্তকটি বার বার পাঠ করো। এতে তোমাদের জন্য বিভিন্ন উপদেশ রয়েছে আর তোমরা যখন এটি বার বার পড়বে, (এতে বর্ণিত) উপদেশাবলি পালন করবে এবং নিজেদের জীবনকে সে অনুযায়ি পরিচালিত করার চেষ্টা করবে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নির্দেশাবলির আলোকে এতে যেসব বিধিনিষেধ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, সেগুলো পর্যালোচনা করবে তাহলে এটিই তোমাদেরকে সফল জীবনের নিশ্চয়তা প্রদান করবে আর এটিই তোমাদের বয়আতের উত্তম ফলাফল বয়ে আনবে। তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তো বলেছেন, **'সেই ব্যক্তি সফলতা লাভ করেছে, যে পবিত্র হয়ে গেছে'** অর্থাৎ, **قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا** (সূরা আলা: ১৫)। যে নিজের নফস্ বা আত্মাকে পবিত্র করেছে সে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে। যখন এটি মেনে চলবে তখনই তোমরা উপকৃত হবে। তিনি (আ.) একটি উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন, হাজার হাজার চোর, ব্যভিচারী, দুষ্কৃতিকারী, মদ্যপায়ী এবং লম্পট রয়েছে অথচ (তারা) এই দাবী করে যে, আমরা মহানবী (সা.)-এর উম্মতভুক্ত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষেই কি তারা এমন? তারা মহানবী (সা.)-এর উম্মত দাবী করার অধিকার রাখে কী? তিনি (আ.) বলেন, কখনও নয়, এটি সম্ভব নয়। উম্মতি তারাই যারা তাঁর শিক্ষামালা ষোলোআনা মেনে চলে। আর যদি শিক্ষামালা মেনে না চলে তাহলে তারা উম্মতি সাব্যস্ত হতে পারে না। এটি তো মহানবী (সা.)-এর দুর্নামের কারণ। কাজেই, এ বিষয়গুলো সর্বদা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, আমাদেরকে নিজেদের কাজকর্ম ইসলামী শিক্ষা এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশ সম্মতভাবে পরিচালিত করতে হবে। যেগুলো করার জন্য মহানবী (সা.) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন আর এই যুগে যার প্রতি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। তিনি (আ.) এক স্থানে বলেন,

এই জামা'তে যারা প্রবেশ করেছ, (তোমরা) এর শিক্ষা মেনে চলো। তিনি (আ.) বলেন, **জামা'তে যোগদানের পর অনেক দুঃখ-কষ্টও পেতে হয়, যদি দুঃখ-কষ্ট না-ই পাও তাহলে সওয়াব পাওয়া কীভাবে সম্ভব?** তিনি (আ.) বলেন, খোদার রসূল (সা.) মক্কায় দীর্ঘ তের বছর পর্যন্ত কষ্ট সহ্য করেছেন আর তোমরা তো জানোই না, সে যুগের কষ্ট বা নির্যাতন কেমন ছিল? কাজেই, সর্বদা স্মরণ রাখবে, দুঃখ-কষ্ট তো আসবেই কিন্তু মক্কায় মহানবী (সা.) এবং সাহাবীগণ যখন এই দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছিলেন তখনও মহানবী (সা.) ধৈর্যের শিক্ষা দিয়েছেন এবং এর কি পরিণাম সৃষ্টি হয়েছিল? ফলাফল এটিই হয়েছিল যে, অবশেষে শত্রুরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তিনি (আ.) বলেন, তোমরাও দেখতে পাবে, এই যে দুষ্কৃতিকারী লোকেরা রয়েছে, যারা তোমাদের বিরোধিতা করছে তাদেরও তখন আর দেখা যাবে না।

বর্তমানেও একই অবস্থা। আল্লাহ্ তা'লা সংকল্প করেছেন, তিনি পৃথিবীতে এই জামা'তের বিস্তার ঘটাবেন। তিনি (আ.) বলেন, এরা তোমাদেরকে সংখ্যালঘু দেখে কষ্ট দেয় কিন্তু জামা'ত যখন বড়ো হয়ে যাবে তখন তারা নিজেরাই নীরব হয়ে যাবে। এটিই জগতের নিয়ম আর নবীদের জামা'তের ইতিহাসেও আমরা এমনটিই দেখে থাকি। তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা চাইলে এই লোকেরা কষ্ট দিত না বা কষ্ট দেয়ার মতো মানুষ সৃষ্টিও হতো না কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এদের মাধ্যমে ধৈর্যের শিক্ষা দিতে চান। আল্লাহ্ তা'লা সকল শক্তির মালিক, তিনি এই অত্যাচারীদের হাত থামাতে পারেন, কিন্তু তিনি আমাদেরও পরীক্ষা করতে চান যে, আমাদের মধ্যে কতটা ধৈর্য আছে এবং আমরা আল্লাহ্র সাথে কতটা সম্পর্ক তৈরি করি। আমাদের ইবাদত কি শুধু রমযান মাসেই আল্লাহ্র জন্য হয়, নাকি আমরা নিয়মিতভাবে এই ইবাদতগুলোকে আমাদের জীবনের অংশ বানাতে চাই এবং বানাচ্ছি। যদি তা না হয়, তবে কিছুই বাকি থাকে না। আর যদি আমরা তা করি, ধৈর্যের সাথে আল্লাহ্র ইচ্ছায় সন্তুষ্ট থাকি এবং দোয়াও করি, তবে আল্লাহ্ শত্রুদের হাত থেকে আমাদের মুক্তি দেবেন। তখন তোমরা দেখবে যে, আল্লাহ্ কীভাবে এসব কষ্ট থেকে তোমাদের রক্ষা করবেন।

তিনি বলেন, ধৈর্যও একটি ইবাদত। অর্থাৎ, ধৈর্যও এক প্রকার ইবাদত। মহান আল্লাহ্ বলেন, ধৈর্যশীলদের এমন প্রতিদান দেওয়া হবে যার কোনো হিসাব নেই। অর্থাৎ তাদের জন্য অপরিসীম পুরস্কার থাকবে। এই পুরস্কার কেবল ধৈর্যশীলদের জন্য, অন্য ইবাদতের জন্য আল্লাহ্র এমন প্রতিশ্রুতি নেই। যখন এক ব্যক্তি একটি জামা'তের মধ্যে জীবন যাপন করে, তখন যখন তার জন্য দুঃখের পর দুঃখ আসে, তখন অবশেষে সমর্থনকারীর আত্মাভিমান জেগে উঠে এবং তিনি কষ্টদাতাকে ধ্বংস করে দেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার আত্মাভিমান তখন জাগ্রত হবে যখন আমরা ধৈর্যধারণ করব এবং তাঁর সামনে নত হব ও দোয়া করব। কতক লোক অধৈর্য প্রকাশ করে বসে। ঠিক আছে, কিছু স্থানে আমাদের অনেক কষ্ট হচ্ছে, বিশেষত পাকিস্তানে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কাছে এই আশাই রেখেছেন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে এই নির্দেশই দিয়েছেন যে, ধৈর্যধারণ করো। শুধু এটাই (যথেষ্ট) নয় যে, আমরা এই রমযানে দোয়া করেছি, বরং যদি আমরা এই দোয়া এবং সৎকর্মগুলোকে আমাদের জীবনের স্থায়ী অংশ করে নেই, তবেই আমরা উপকৃত হব। তিনি দৃঢ়ভাবে বলেছেন যে, আমাদের জামা'ত আল্লাহ্ তা'লার সমর্থনপুষ্ট আর কষ্ট সহ্য করলে ঈমান শক্তিশালী হয়। ধৈর্যের মতো আর কোনো জিনিস নেই।

অতএব এগুলো হলো সেসব বিষয় যা আমরা যদি মনে রাখি, তাহলে ইনশাআল্লাহ্ আমাদের অগ্রগতি হতে থাকবে এবং শত্রুরা আমাদের কাজে কখনও কোনো বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। আমাদের পরিকল্পনায় কখনও কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। কিন্তু

শর্ত হলো, আমাদের নিজেদের সৎকর্ম থাকতে হবে এবং আমাদের প্রতিটি কাজ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে। এক জায়গায় তিনি বলেন,

এখন তোমরা দুনিয়ার দিকে মুখ করে থেকো না, বরং আল্লাহ্‌র দিকে মনোযোগী হও। আর যখন তোমরা আল্লাহ্‌র দিকে মনোযোগী হবে, তখন দেখবে কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করেন। এরপর তিনি তাকওয়া সম্পর্কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন,

ইতিহাসের ভাষ্য হলো, প্রথম দিকে যারা সত্যিকার মুসলমান হয়, তাদেরকে ধৈর্য ধরতে হয়। সাহাবীদের ওপরও এমন সময় এসেছে যখন তারা পাতা খেয়ে জীবন কাটিয়েছেন। কখনও কখনও রুটির টুকরা পর্যন্ত পাওয়া যেত না। তিনি বলেন, কোনো মানুষ কারো মঙ্গল করতে পারে না যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'লা মঙ্গল করেন। যদি আল্লাহ্ ভালো করতে চান, তবেই মানুষের পক্ষ থেকেও ভালো হয়। যখন মানুষ তাকওয়া অবলম্বন করে, তখন আল্লাহ্ তার জন্য দ্বার খুলে দেন।

এটা কেবল তোমাদের ধারণা যে, মানুষ তোমাদের জন্য ভালো করবে, কিন্তু যদি আল্লাহ্‌র এখন এমন ইচ্ছা না থাকে যে, ভালো হোক, তাহলে তোমরা হাজার চেষ্টা করলেও মানুষ ভালো করতে পারবে না। সৎপথে চলার জন্য আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকা আবশ্যক আর যখন তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন হবে এবং আমরা তাকওয়ার পথে চলা আরম্ভ করব, তখন আল্লাহ্ তা'লা তাঁর অনুগ্রহের দ্বারও খুলে দেবেন, ইনশাআল্লাহ্। তাই তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি সত্য ঈমান আনো। এর দ্বারা সবকিছু পাওয়া যাবে, কারণ আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (সূরা তালাক: ৩-৪)

অর্থাৎ, যে আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তার জন্য কোনো পথ বের করে দেবেন এবং তাকে এমন জায়গা থেকে রিজিক দেবেন যেখান থেকে রিজিক আসার ধারণাও থাকে না। সেখান থেকে সুবিধা দেবেন যেখান থেকে আশাও থাকে না।

অতএব, এই বিষয়গুলো আমাদের মনে রাখতে হবে যদি আমরা আমাদের জীবনকে সফল করতে চাই এবং সেই কল্যাণ দ্বারা কল্যাণমণ্ডিত হতে চাই যা এই রমযান বা প্রতিটি রমযানের কল্যাণ হয়ে থাকে।

তারপর বান্দার অধিকার সম্পর্কে তিনি বলেন, পরস্পর একত্রে বসো। যতটা তোমরা একে অপরকে ভালোবাসবে, ততটাই আল্লাহ্ তা'লাও তোমাদেরকে ভালোবাসবেন। এখন ইবাদত শুধু বাহ্যিক ইবাদত নয়, বরং রমযানের দিনগুলোতে যে উন্নত চরিত্র প্রদর্শনের দিকে আমাদের মনোযোগ সৃষ্টি হয়েছে, অনেকের মধ্যেই হয়ে থাকে এবং তার তার বহিঃপ্রকাশও করে থাকে, এখন যা আবশ্যক তা হলো আমরা যেন এই উন্নত চরিত্রকে সবসময় বজায়ও রাখি এবং ছোট ছোট বিষয়ে, ছোট ছোট ঝগড়ায়, ছোট ছোট সমস্যায় যে পারস্পরিক মতবিরোধ হয়, সেগুলোকে দূর করি এবং ভালোবাসা ও প্রেমের জীবন যাপন করি। অতএব যখন আমরা তা করব, তখন আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের বৃষ্টিও আমাদের উপর বর্ষিত হবে।

অতঃপর একস্থানে তিনি (আ.) উপদেশ দিয়ে বলেন, আমাদের জামা'তের জন্য আবশ্যক হলো এই বিশৃঙ্খল সময়ে, যখন সবদিকে বিভ্রান্তি, উদাসীনতা এবং পথভ্রষ্টতার বাতাস বইছে, তাকওয়া অবলম্বন করা। দেখুন, আজকাল এমন কোন্ মাধ্যম আছে যা পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে না? সকল প্রকার মিডিয়া, সকল প্রকার প্রচেষ্টা চলছে। এখন (সবাই) এই কাজেই লিপ্ত। দুনিয়াদাররা প্রতিটি উপায়কে বিভ্রান্তি,

পথভ্রষ্টতা ও উদাসীনতার দিকে নিয়ে যাওয়া এবং আল্লাহ্ থেকে দূরে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহার করা শুরু করেছে।

এমন সময়ে আমরা যারা দাবি করি যে, আমরা এই যুগে ধর্মের পুনরুজ্জীবন এবং ইসলামের দ্বিতীয় জন্মের জন্য মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনেছি, আমাদের কাজ হলো এগুলো থেকে বাঁচার চেষ্টা করা। নিজেরা পর্যালোচনা করুন যে, আমাদের মধ্যে কতজন এগুলো থেকে আত্মরক্ষা করেন। তরুণ-তরুণী, বয়স্ক, নারী, শিশু– আমাদের সবার মূল্যায়ন করা উচিত।

তিনি বলেন, জগতের অবস্থা হলো, আল্লাহ্র আদেশের প্রতি সম্মান নেই। অধিকার ও উপদেশের প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। আল্লাহ্ তা'লা যে উপদেশ দিয়েছেন, তার প্রতি কোনো মনোযোগ নেই। তিনি বলেন, দুনিয়া এবং এর কাজে অত্যধিক মগ্নতা রয়েছে। আমরা যদি নিজেদের পর্যালোচনা করি, তবে আমাদের মধ্যেও এই একই অবস্থা দেখা যাবে যে, দুনিয়ার কাজে অত্যধিক মগ্নতা বিদ্যমান। কখনও কখনও আমরা নামাজ পড়তে ভুলে যাই, কতক জুমুআর নামাযের কোনো পরোয়া করে না, কতক অন্যান্য সৎকাজের পরোয়া করে না, নিজেদের অধিকার নিতে অন্যের অধিকার হরণের চেষ্টা করে। অতএব এই বিষয়গুলো এমন যেগুলো আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য দানকারী হতে পারে না।

অতএব একদিকে আমরা যখন রমযানে এই দোয়া করছি যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের নেক কাজের তৌফিক দিন, আমাদের প্রয়োজন পূরণ করুন, তো আমাদেরও সেই বিষয়গুলোর ওপর আমল করতে হবে যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জানিয়েছেন। অর্থাৎ চেষ্টাও করতে হবে, শুধু দোয়া দিয়ে কাজ হবে না।

তিনি বলেন, দুনিয়াদারিতে নিমগ্ন লোকেরা জাগতিক ক্ষতি হলে খুব চিৎকার করে, কান্নাকাটি শুরু করে এবং দুনিয়াবি ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য, যেমনটি আমি পূর্বে বলেছি, আল্লাহ্র অধিকার নষ্ট করে, যেন তাদের দুনিয়াবি ক্ষতি না হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্র অধিকার আদায় না হলেও তাদের কিছু যায় আসে না। আল্লাহ্ তা'লা যেসব কথা বলেছেন, সেগুলোর প্রতি তারা মনোযোগ দেয় না। মানুষের অধিকার আদায় করে না। মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ে, সাজানো মামলা ইত্যাদিতে, আর এরপর একে অপরকে খাটো করার জন্য মানুষ মিথ্যা প্রমাণও উপস্থাপন করে, উকিলদের কথায় মিথ্যা যুক্তি তুলে ধরে। [আইনজীবীও মিথ্যা প্রমাণ দেওয়ানোর চেষ্টা করে।] মিথ্যা সাক্ষ্য উপস্থাপন করে থাকে। কাজেই এমনবস্থায় কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সঙ্গ দিতে পারেন। আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গ লাভ করতে চাইলে আবশ্যক হলো, আমাদের পুণ্যের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে আর আল্লাহ্ তা'লার আদেশসমূহের ওপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে। তিনি (আ.) বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত দূর্বল থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত পাপ করার সাহস করে না। [যতক্ষণ পর্যন্ত দূর্বল থাকে ততক্ষণ পাপ করে না।] আল্লাহ্ তা'লার দিকে ধাবিত হয়। আর সুযোগ পেলেই চটজলদি আবার মিথ্যা ও পাপে লিপ্ত হয়ে যায়। যখন স্বাচ্ছন্দ্য ও সচ্ছলতা লাভ হয় তখন ভুলে যায় যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে স্বাচ্ছন্দ্য ও সচ্ছলতা দান করেছেন আর এর পূর্বে আমাদের যে অবস্থা ছিল তা কী ছিল। আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন তো এটিই হবে যে, আমরা যেন সেই পুণ্যসমূহকে অব্যাহত রাখি, এবং আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দার অধিকার হরণের কখনও চেষ্টাও না করি অর্থাৎ দূর্বল অবস্থায় যে কাজগুলো করেছিলাম। অধিকার যদি হরণ করি তবে এর কারণ হলো, প্রকৃত তাকওয়া বা খোদাভীতি নাই। তিনি (আ.) বলেন, প্রকৃত তাকওয়া হলে মানুষ এ ধরণের আচরণ করতেই পারে না। তিনি (আ.) বলেন, হাদীসে বহু অংশ

বিদ্যমান আছে এবং কল্যাণও আছে, কিন্তু অন্তরে ঈমান ও আমলের অবস্থা একেবারেই নাই। কতিপয় মানুষ কুরআন ও হাদীসের কথা তো বলে কিন্তু ব্যবহারিক জীবনের অবস্থা ও ঈমানের অবস্থা এরূপ নয় অর্থাৎ সেই কথাগুলোর ওপর আমল করে না। তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এ কারণে আবির্ভূত করেছেন যেন এই বিষয়গুলো পুনরায় সৃষ্টি হয়। খোদা তা'লা যখন দেখলেন ময়দান শূন্য তখন তাঁর ঈশ্বরত্বের গুণ ঘুণাক্ষরেও পছন্দ করে নি যে, এই ময়দান শূন্য থাকবে এবং মানুষ এভাবেই দূরে সরে থাকবে। তাই এখন তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আল্লাহ্ তা'লা জীবন্ত নতুন এক জাতি তৈরী করতে চান। এ উদ্দেশ্যেই আমাদের প্রচার-প্রচারণা যে, (যেন) তাকওয়ার বা খোদাভীতির জীবন অর্জিত হয়। অতএব আমরা নতুন জাতি গঠিত হয়েছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বয়আতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছি তাই আমাদের তাকওয়া পূর্ণ জীবনে পরিচালিত হতে হবে এবং চলা উচিত।

তিনি (আ.) আরো বলেন, তাকওয়া বা খোদাভীতি এমন বস্তু নয় যে, কেবল মুখের কথায় মানুষের লাভ হয়ে যাবে। বরং শয়তান এতে পদস্খলিত করে, তাকওয়াশীলদেরও পদস্খলিত করে। শয়তান পদস্খলিত করে, তাকওয়াশীলদেরও পদস্খলিত করে। এর দৃষ্টান্ত হলো, তিনি (আ.) দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, যেভাবে সামান্য মিষ্টান্ন রেখে দিলে অসংখ্য পিঁপড়া সেখানে এসে যায়। কোথাও মিষ্টি রাখা হলে, চিনি রাখা হলে, মিষ্টান্ন রাখা হলে পিঁপড়া সেখানে এসে যায়। শয়তানী পাপসমূহের অবস্থা একই আর এর মাধ্যমেই মানুষের দূর্বলতার অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। (জানা যায় যে,) মানুষের দূর্বলতার কী অবস্থা। মনে করে, আমি অনেক পুণ্যবান হয়ে গেছি, তাকওয়ার ওপর বড়ই আমল করছি, কিন্তু শয়তান আক্রমণ করে, তখন বুঝা যায়, তুমি শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাও নাই। এখনো পূর্ণরূপে আল্লাহ্ তা'লার সুরক্ষা লাভ করো নি। তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা যদি চাইতেন তবে মানুষের এমন দূর্বলতা থাকত না। যেভাবে আমি বলেছি, কেউ সামান্য কোনো পুণ্য করলে সে মনে করে, আমি তাকওয়াশীল হয়ে গেছি যেভাবে আমি একটু আগে বলেছি। এটি তো প্রকৃত তাকওয়া নয়। এটি এমন তাকওয়া যার ওপর শয়তান আক্রমন করে। সেভাবে আক্রমন করে যেভাবে তিনি (আ.) দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে, মিষ্টির ওপর পিঁপড়া চলে আসে, সেভাবেই শয়তান তাকে উত্তেজিত করার জন্য আক্রমণ করে। তার মস্তিষ্কে এটি গ্রথিত করার জন্য যে, তুমি ভীষণ পুণ্যবান হয়ে গেছ। মানুষের যখন এমন অবস্থা হয় তখন সে পুণ্য থেকে দূরে সরে যায়, অহম বোধ সৃষ্টি হয়। অতএব, তিনি (আ.) বলেছেন, তাকওয়ার পথে পদচারণাকারীদের অতি সাবধানতার সাথে পা ফেলতে হয়। আর তা তখন হতে পারে যখন মানুষ এটি জানতে পারবে যে, সকল শক্তির উৎস খোদা তা'লার সত্তা। কোনো নবী বা রসূলের এই ক্ষমতা নাই যে, তিনি নিজের পক্ষ থেকে শক্তি দিতে পারবেন। হ্যাঁ নবী-রাসূলের মাধ্যমে বরকত লাভ হয়। তাদের শিক্ষার অনুসরণের মাধ্যমে কল্যাণ লাভ হয় কিন্তু প্রকৃত শক্তি আল্লাহ্ তা'লার নিকটে আর নবী ও রাসূলরাও মানুষদের এই দিকেই আহ্বান করেন যে আল্লাহ্ তা'লার কাছেই যাচনা করো। যখন মানুষ এই শক্তি আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে লাভ করে তখন তার মাঝে এক পরিবর্তন দেখা যায়। অতএব এটি লাভ করার জন্য দোয়ার সাহায্য নেওয়া আবশ্যক। নামায এমন এক পূণ্য যার মাধ্যমে শয়তানী দূর্বলতা দূরীভূত আর এর নামই হলো দোয়া। শয়তান চায় যে, মানুষ এই বিষয়ে (নামাযের) অমনোযোগী থাকুক কেননা সে জানে মানুষ যতটুকু নিজের সংশোধন করবে তা নামাযের মাধম্যেই করবে। তাই এজন্য পবিত্র হওয়া শর্তযুক্ত। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের মাঝে অপবিত্রতা থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত শয়তান তাকে ভালবাসতে থাকে। তাই পবিত্র হওয়ার জন্য নামায হলো শর্ত। এই রমযান

মাস থেকে আমরা এভাবে উপকৃত হয়েছি যে, নামায নিয়মিত আদায় করা হয়েছে, এর প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয়েছে এবং নফলের দিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি (আ.) বলেন আমরা যদি স্থায়ীভাবে শয়তান থেকে বাঁচতে চাই, তাকওয়ার পথে চলতে চাই তাহলে শর্ত হচ্ছে ইবাদতের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা। সেই ইবাদত যা সুন্দরভাবে সাজিয়ে আদায় করা হয়। যা খোদা তা'লার আদেশ অনুসারে আদায় করা হয়। যার মাঝে কোনো ধরণের রিয়া বা লৌকিকতা থাকে না। আর যখন মানুষ এই মানের ইবাদত করতে পারবে তখন স্থায়ীভাবে শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবে এবং খোদা তা'লার আশ্রয়ে থাকবে।

এরপর তিনি (আ.) তাকওয়া সম্পর্কে আরও বলেছেন,

মুত্তাকী হওয়ার জন্য আবশ্যক হলো, বড় বড় বিষয় যেমন ব্যভিচার, চুরি, অধিকার খর্ব করা, লোক দেখানো, অহংকার, অবজ্ঞা করা, কৃপণতার মত নোংরা চারিত্রিক গুণাবলি পরিহার করে এর বিপরীতে উত্তম নৈতিকগুনাবলিতে উন্নতি করা। তাকওয়ার জন্য আবশ্যক হলো বড় বড় পাপ থেকে দূরে থাকা। নোংরা স্বভাব থেকে বিরত থাকা। অহেতুক কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা। কিন্তু এতটুকু যথেষ্ট নয় বরং এর বিপরীতে যদি উন্নত নৈতিকগুণাবলি তৈরি হয় তাহলে এটিই হবে আসল তাকওয়া। নোংরামী দূর করে শুধুমাত্র নেকীর পথে পরিচালিত হওয়া হলো প্রকৃত বিষয়। আসল বিষয় হলো মন্দ স্বভাবকে পরিত্যাগ করে উন্নত নৈতিক চরিত্র নিজের মাঝে ধারণ করা। শুধুমাত্র পাপ থেকে বিরত থাকা তাকওয়া নয়। বরং পাপ কর্ম পরিত্যাগ করে সৎকর্ম অবলম্বন করাই হলো সত্যিকার তাকওয়া।

এছাড়া আর কী কী পূণ্যকর্ম রয়েছে! মানুষের প্রতি দয়া ও সদয় আচরণ করা, নম্রতা প্রদর্শনা করা, সহানুভূতি দেখানো এবং আল্লাহ্ তা'লা প্রতি সত্যিকার বিশ্বস্ততা এবং নিষ্ঠা প্রদর্শন করা এবং সেবার উন্নত মান অন্বেষণ করা। এভাবে চেষ্টা করা উচিত যে, মানুষ যেন এমন কাজ করার সামর্থ লাভ করে যা খোদা তা'লাও পছন্দ করেন এবং যা প্রশংসার যোগ্য। এসকল গুণাবলি অর্জনকারীদের মুত্তাকী বলা হয়। তিনি (আ.) বলেন, যখন মানুষের মাঝে এসব বিষয় সৃষ্টি হয় তারাই সত্যিকার অর্থে মুত্তাকী বলে গণ্য হয়। তিনি (আ.) বলেন, মানুষ যখন এই পর্যায়ে উপনীত তখন আল্লাহ্ তা'লা তাদের অভিভাবক হয়ে যান কেননা আল্লাহ্ তা'লা নিজেই বলেছেন, لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (সূরা বাকারা: ১১৩) অর্থাৎ তাদের প্রতি কোনো ভয়-ভীতি থাকবে না আর তারা দুখিতও হবে না। অপর এক স্থানে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (সূরা আরাফ: ১৯৭) অর্থাৎ তিনি পুণ্যবানদের অভিভাবক হয়ে যান। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের হাত হয়ে যান যদ্বারা তারা ধরে, তাদের চোখ হয়ে যান যা দিয়ে তারা দেখে, তাদের কান হয়ে যান যদ্বারা তারা শুনে, তাদের পা হয়ে যান যদ্বারা তারা হাঁটে ।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে আমার প্রিয় বান্দার সাথে শত্রুতা পোষণ করে, আমি তাকে বলছি, আমার সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, কেউ যখন আল্লাহ্‌র ওলী বা বন্ধুর ওপর আক্রমণ করে তখন আল্লাহ্ তা'লা তার ওপর এমনভাবে ঝাপিয়ে পড়েন যেভাবে কোনো বাঘিনীর কাছ থেকে তার সন্তানকে ছিনিয়ে নিলে বাঘিনী উম্মাদের ন্যায় ঝাপিয়ে পড়ে। তিনি (আ.) বলেন, খোদা তা'লার অনুগ্রহ এভাবেই লাভ হয়। কেউ যখন খোদা তা'লার দিকে অগ্রসর হয়, খোদা তা'লাও তার দিকে অগ্রসর হন। সবার সাথে আল্লাহ্‌র রহমত থাকে না। অতএব যারা তাঁর রহমতপ্রাপ্ত হয় তারা সুস্পষ্ট নিদর্শন হয়ে ওঠে। মহানবী (সা.)কে সবচেয়ে বেশি নিদর্শন দান করেছেন। শত্রুরা

তাঁকে ব্যর্থ করার জন্য কত ধরণের ষড়যন্ত্র করেছে। কিন্তু তাদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। এমনকি মহানবী (সা.)কে হত্যা করার ষড়যন্ত্রও করা হয়েছে, কিন্তু পরিশেষে তারা ব্যর্থ হয়েছে। তিনি (আ.) বলেন, নিজ হৃদয়ে খোদা তা'লার ভালোবাসা ও মাহাত্ম প্রতিষ্ঠা কর, আর এর জন্য নামাযের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিছু নেই। আসল বিষয় হলো, আল্লাহ্ তা'লার দরবারে নিজ পূণ্যসমূহ উপস্থাপন করা হোক এবং তাঁর ইবাদতের অধিকার আদায় করা হোক। আর এর জন্য সবচেয়ে উত্তম বিষয় তিনি (আ.) বলেছেন নামায। অতএব রমযান মাস আমরা অতিক্রম করেছি, নামাযের অবস্থায় অতিক্রম করেছি, পূণ্যের অবস্থায় অতিক্রম করেছি; এখন এটা অব্যাহত রাখা, আল্লাহ্ তা'লার রহমতকে আকর্ষণ করার জন্য এগুলোকে নিজেদের জীবনের স্থায়ী অংশে পরিণত করা জরুরী। এছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। তিনি (আ.) বলেন, রোযা তো এক বছর পরে আসে। যাকাত সম্পদশালী ব্যক্তিকে দিতে হয়। যার সম্পদ রয়েছে তার জন্য যাকাত ওয়াজিব। প্রত্যেককে তো যাকাত দিতে হয় না। সেটিও একটি পুণ্য। কিন্তু নামায এমন যা যে-কোনো অবস্থার মানুষকে পাঁচ ওয়াক্ত আদায় করতে হয়। ধনী হোক, দরিদ্র হোক, বড়ো হোক, ছোট হোক তাকে নামায আদায় করতে হবে। এটিকে কখনও নষ্ট করো না। একে বার বার পড়ো। আর মনোযোগ দিয়ে পড়, আমি এমন শক্তিমানের সামনে দণ্ডায়মান যিনি ইচ্ছা করলে এখনই গ্রহণ করতে পারেন। এমন দৃঢ় ঈমান হওয়া উচিত যে, আমি আল্লাহ্ তা'লার সামনে দণ্ডায়মান। এমন শক্তিমান যিনি চাইলে এখনই আমার দোয়া কবুল করতে পারেন। পৃথিবীর অন্যান্য শাসকেরা তো ধনভাণ্ডারের মুখাপেক্ষি। আর তাদের চিন্তা থাকে যে, ভান্ডার শূণ্য না হয়ে পড়ে। দারিদ্রের ভয় তাদের প্রতিনিয়ত হয়। তাদের ধনভাণ্ডার আসে, পূর্ণ হয় কিন্তু একইসাথে এই চিন্তাও হয় যে, আমরা সীমাহীন খরচ করতে থাকলে আমাদের ধনভাণ্ডার শেষ না হয়ে যায়। বর্তমানে পশ্চিমা বিশ্বের চিত্র এমনই, যারা নিজেদেরকে অনেক ধনী মনে করতো। তারা মনে করতো আমাদের কাছে অনেক সম্পদ রয়েছে যেটা কখনও শেষ হবে না। কিন্তু তারা খুবই বাজে অবস্থার দিকে যাচ্ছে। প্রত্যেকের অর্থনীতি ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, মুদ্রার মান কমে যাচ্ছে, পাউন্ডের মান কমে যাচ্ছে, ডলারের মান কমে যাচ্ছে। আর এক বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি হয়ে আছে। তারা চিন্তায় পড়ে গেছে, সেজন্য বিভিন্ন বিধি নিষেধ আরোপ করেছে। কিন্তু খোদা তা'লার ধনভান্ডার সবসময় পরিপূর্ণ। যখন মানুষ তাঁর সামনে দন্ডায়মান হয় তখন শুধু দৃঢ় বিশ্বাসের প্রয়োজন। এই দৃঢ়বিশ্বাস থাকা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লার মাঝে সব শক্তি রয়েছে। আর তাঁর ধনভান্ডার সর্বদা পূর্ণ রয়েছে এবং পূর্ণ থাকবে। যখন এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকবে তখন তাঁর কাছে চাইবে।

আল্লাহ্ তা'লার শক্তি রয়েছে তিনি দোয়া গ্রহণ করে সে সময়েই দিয়ে দেন। তিনি (আ.) বলেন, তার এই বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে যে আমি একজন সামী (সর্বশ্রোতা) ও আলীম (সর্বজ্ঞানী) এবং খাবীর (সকল বিষয়ে জ্ঞাত) ও কাদের (সর্বশক্তিমান) সত্তার সামনে দন্ডায়মান। যদি তিনি দয়া ও কৃপা করেন তাহলে এটি তাঁর দয়া।

তার কাছে বিনয় ও বিগলনের সাথে চাইতে হবে এবং হতাশা ও কুধারণা বিন্দুমাত্র যেন না থাকে। যদি এভাবে করে তাহলে এই প্রশান্তিকে দ্রুতই দেখতে পাবে এবং খোদা তা'লার আরো আরো অনুগ্রহ এতে থাকবে। যদি মানুষ এমন অবস্থা সৃষ্টি করে তাহলে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ অর্জন করবে এবং স্বয়ং খোদাকেও লাভ করবে। অতএব এটি হলো পদ্ধতি যার ওপর আমল করা উচিত। কিন্তু অত্যাচারী দুষ্কৃতকারীর দোয়া গৃহিত হয় না। কেননা সে

খোদা তা'লা সম্পর্কে উদাসীন। যদি এক পুত্র পিতার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে ও দায়িত্ব জ্ঞানহীন হয়, তাহলে পিতার তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ থাকে না; তাহলে খোদার কেন থাকবে।

তিনি (আ.) বলেন, অতএব, আমার জামা'তের উচিত হলো, খোদা তা'লার সাথে প্রকৃত সম্পর্ক গড়বে এবং নিজেদের ঈমানী শক্তিকে (দৃঢ়) বিশ্বাসে রূপান্তরের চেষ্টা করবে। আর এই উদ্দেশ্যেই আমি প্রেরিত হয়েছি এবং এই উদ্দেশ্য অর্জনের চেষ্টা না করলে- তিনি (আ.) বলেন, আমার (হাতে) বয়আত গ্রহণ করার কোনো লাভ নেই।

অতএব, আমাদের নিজেদের পুণ্য সমূহ বৃদ্ধির চেষ্টা করতে থাকা উচিত এবং আল্লাহ তা'লার সাথে বিশেষ সম্পর্ক গড়া আর এটিই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য, এটিই জামা'তের উন্নতিতে আমাদের জন্য উপকারী বিষয়। এটিই আমাদেরকে দুঃখ-কষ্ট থেকে রক্ষা করবে আর এর মাধ্যমে ইনশাল্লাহ্ জামা'ত উন্নতি করতে করতে সেই পর্যায়ে পৌঁছাবে, যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লা প্রদান করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, প্রতিশ্রুত মসীহ্র দায়িত্বাবলির মাঝে প্রথম কাজ হলো আল্লাহ্ তা'লা যেসকল নিদর্শন প্রদর্শন করছেন- (যেসকল) নিদর্শন মহানবী (সা.)-এর যুগে প্রদর্শন করেছিলেন সেই একই ধারায় এই যুগেও নিদর্শন প্রদর্শন করছেন। তিনি (আ.) বলেন, (আল্লাহ) স্বয়ং উন্নতির নিদর্শন প্রদর্শন করছেন আর এখনও নিদর্শন প্রদর্শন করে যাচ্ছেন। (এর কারণ হচ্ছে) আল্লাহ্ তা'লা যেন এটি প্রমাণ করে দেখান যে, আল্লাহ তা'লা আমাদের দোয়া সমূহ শ্রবণকারী এবং তার উত্তরও দেন আর আমাদের সাথে তাঁর সাহায্য-সর্মথন রয়েছে, এ সকল নির্দশন প্রদর্শন করছেন। অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, আমার আগমনের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো, খোদা তা'লার সাথে বান্দার সম্পর্ক বন্ধন সৃষ্টি করা। তিনি (আ.) বলেন, একটি দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তা'লা পালন করছেন যার প্রতিশ্রুতি তিনি মহানবী (সা.)-র সাথে করেছেন তা দান করে যাচ্ছেন। অপর দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ওপর অর্পন করেছেন, আমরা যেন তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত হই এবং তাঁর ইবাদতের অধিকার আদায়কারী হই ও নিজেদের ঈমানে উন্নতি সাধনকারী হই। এমনটি হলে আমরা আল্লাহ তা'লার অনুগ্রহরাজি অর্জনকারী হতে পারব। আর (এভাবে) আমরা বয়আতের সেই অধিকার আদায়কারী হবো যে উদ্দেশ্যে আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর হাতে বয়আত করেছি। তিনি (আ.) বলেন, আমাদের জামা'তের জন্য এ বিষয়টিই প্রয়োজন আর তা হচ্ছে তাদের ঈমান যেন বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ্ তা'লার (অস্তিত্বের) প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস (জন্মায়) ও তত্ত্বজ্ঞান জাগ্রত হয়, পূণ্য কর্মে শিথিলতা ও অলসতা যেন না হয়। কেননা অলসতা থাকলে তাহাজ্জুদ পড়া তো দূরের কথা ওযু করাও অনেক কষ্টসাধ্য মনে হয়। যদি আমলে সালেহর সামর্থ লাভ না হয় এবং পূণ্যকর্মে অগ্রসর হওয়ার উদ্দীপনা সৃষ্টি না হয় তবে আমার সাথে সম্পর্ক গড়া বৃথা। [যদি নিজের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন না কর, পূণ্যকর্ম সম্পাদনের এক উদ্দীপনা সৃষ্টি না কর; আল্লাহ তা'লার ইবাদত করার এবং উন্নত চারিত্রিক আদর্শ প্রদর্শনের উদ্দীপনা সৃষ্টি না করলে আমার বয়আত করার কোনো লাভ নেই। তিনি (আ.) বলেন, আমাদের জামা'তে তো কেবল তারাই অর্ন্তভূক্ত হয় যারা আমাদের শিক্ষাকে নিজেদের ব্যবহারিক রীতি বানিয়ে নেয় এবং নিজের শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী তার ওপর আমল করে। কিন্তু যে কেবলমাত্র বয়আত করে (আমাদের) শিক্ষা অনুযায়ী আমল করে না সে যেন স্মরণ রাখে, খোদা তা'লা এই জামা'তকে একটি বিশেষ জামা'ত বানানোর ইচ্ছা পোষণ করেছেন। তাই কোনো ব্যক্তি শুধুমাত্র নাম লিখিয়েই জামা'তে থাকতে পারবে না। তার জীবনে কখনও না কখনও এমন সময় আসবে যার ফলে দুর্ভাগ্যবশত (জামা'ত থেকে) পৃথকও হয়ে যেতে পারে এবং হয়ে যাবে। তাই নিজের কর্মসমূহ যতটুকু সম্ভব প্রদত্ত

শিক্ষা অনুযায়ী সম্পাদন কর। তিনি (আ.) বলেন, কর্ম হচ্ছে ডানা সদৃশ, পূণ্যকর্ম সম্পাদন ব্যতীত মানুষ আধ্যাত্মিক পদমর্যাদা (লাভের) জন্য উড্ডয়ন করতে পারে না। [পাখি যেভাবে ডানা মেলে আকাশে উড়ে। অনুরূপভাবে আধ্যাত্মিক পদমর্যাদার উন্নতির জন্য পুণ্যকর্ম আবশ্যক। পুণ্য কর্ম সম্পাদন করেই মানুষ (আধ্যাত্মিক আকাশে) উড়তে সক্ষম হয় আল্লাহ তা'লার নৈকট্য লাভ করতে পারে।] মানুষ আধ্যাত্মিক পদমর্যাদার জন্য উড্ডয়ন করতে পারে না আর সেই সকল মহান উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারে না যা আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন।

তিনি (আ.) বলেন, পাখিদের মাঝে বুঝশক্তি হয়ে থাকে, তাদের মাঝে বুদ্ধি হয়ে থাকে। তারা যদি বুঝ-বুদ্ধি অনুযায়ী কাজ না করে, যা আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রকৃতিতে বিদ্যমান রেখেছেন, (অর্থাৎ) তাদের স্বভাবে রেখেছেন তাহলে যে কাজ তাদের দ্বারা সম্পন্ন হয় তা হতো না। উদাহরণস্বরূপ– মৌমাছির মাঝে যদি বুঝশক্তি না থাকত তাহলে তারা মধু আহরণ করতে পারত না। আর একইভাবে পত্রবাহী কবুতর যেগুলো, (অর্থাৎ) বার্তা নিয়ে যায় যে-সব কবুতর, পূর্বে এসবের বহুল প্রচলন ছিল। তাদেরকে কতটা বিচক্ষণতার সাথে কাজটি করতে হয়! পত্র পৌঁছানোর জন্য তাদেরকে কত দূরদূরান্তের পথ পাড়ি দিতে হয়! এভাবে পাখির মাধ্যমে অদ্ভুত ধরনের কাজ করানো হয়। অতএব প্রথম প্রয়োজনীয় বিষয় হলো, মানুষ যেন নিজ বুদ্ধিতে কাজ করে এবং চিন্তা করে, যে কাজটি আমি করতে যাচ্ছি তা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশের অধীনে আর তাঁর সন্তুষ্টির জন্য করছি কিনা? এটি যখন দেখা হয়ে যাবে এবং বিবেকবুদ্ধি কাজে লাগবে তখনই হাতের মাধ্যমে কার্যসম্পাদন করার পালা, (অর্থাৎ) তখনই বাস্তবে হাত-পা নাড়ানোর কাজ আবশ্যক হয়ে যায়। প্রথমে বিবেক খাটিয়ে চিন্তা করুন যে, এগুলো পুণ্যের কাজ, এগুলো আমাকে করতে হবে, তাহলে ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে। (চিন্তা করুন!) এগুলো আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশের অধীনে কিনা, তারপর সেগুলোর ওপর আমল করুন। অলসতা ও অবহেলা করবেন না। অবশ্য এটি দেখা প্রয়োজন, সঠিক শিক্ষা কিনা? অনেক সময় এমনো হয়, শিক্ষা সঠিক হয়ে থাকে, কিন্তু মানুষ নিজের বোকামি ও অজ্ঞতার কারণে কিংবা অন্য কারো দুষ্টামি ও ভুল বর্ণনার কারণে ধোঁকা খেয়ে যায়। কখনও কখনও শয়তানও ধোঁকা দিয়ে থাকে। একই শিক্ষার মাঝে ধোঁকা খেয়ে যায়, তাই ভালোভাবে এগুলো বুঝতে হবে। অতএব এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় যে, একজন আহমদী হিসাবে নিজের আমল সম্পাদন করার জন্য, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য চেষ্টাপ্রচেষ্টা করুন এবং নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করুন। প্রথমে বিচারবিশ্লেষণ করুন, তারপর চিন্তা করুন, দোয়া করুন, অতঃপর আমল করুন। আর উদ্দেশ্য কেবল এটিই হবে যে, আমাকে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে। অতএব আমরা যখনই এসব বিষয়ের ওপর আমল করব, কেবল তখনই আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করার উদ্দেশ্যাবলি পূর্ণকারী সাব্যস্ত হবে।

অতঃপর একস্থানে তিনি (আ.) নিজেদের ইবাদতের মান উন্নত করার বিষয়ে উপদেশ দিতে গিয়ে এটিও বলেন,

আল্লাহ্ তা'লার প্রতি পূর্ণ ভালোবাসা নিয়ে অগ্রসর হও। এর ফলেই প্রকৃত তওহীদ প্রতিষ্ঠিত হবে। আর এটি বাস্তবায়নের জন্য– যেভাবে তোমরা দাবি করে থাকো, আমরা আল্লাহ্ তা'লাকে ভালোবাসি, তাঁর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করতে চাই– এর সত্যায়ন করাও আবশ্যক। এটি বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহ্ তা'লার দরবারে অবনত হওয়া এবং ক্রন্দন-

আহাজারি করা আবশ্যক। এ বিষয়গুলি যখন সম্পাদিত হবে, কেবল তখনই আমরা প্রকৃত তওহীদ প্রতিষ্ঠাকারী এবং এর ওপর আমলকারী ও একে সম্প্রসারণকারী সাব্যস্ত হবো।

অতঃপর এ বিষয়টি অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসা বলতে কী বুঝায়– আরো স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

এর অর্থ হলো, নিজ পিতামাতা এবং নিজসম্পর্কীয় অর্থাৎ স্ত্রী, নিজ সন্তান, নিজ সত্তা– প্রতিটি জিনিসের ওপর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেওয়া। অতঃপর কুরআন শরীফে এসেছে, فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا (সূরা বাকারাঃ ২০১) অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লাকে ঠিক সেভাবে স্মরণ করো যেভাবে তোমরা তোমাদের পিতা-পিতামহকে স্মরণ করে থাকো, বরং এর চেয়েও বেশি এবং প্রবল ভালোবাসা নিয়ে স্মরণ করো। তিনি (আ.) বলেন, এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, আল্লাহ্ তা'লা এ শিক্ষা দেন নি– তোমরা খোদাকে পিতা বলে সম্বোধন করবে, বরং তিনি এটি শিখিয়েছেন, খ্রিষ্টানদের মতো ধোঁকা না খাও এজন্য এটি বলেছেন। অর্থাৎ খ্রিষ্টানদের মতো যেন ধোঁকা না খায় এবং খোদাকে পিতা বলে সম্বোধন না করে। কেউ যদি বলে বসে, তবে তো পিতার চেয়েও কম ভালোবাসা প্রদর্শন করা হলো– তাই এ আপত্তি দূর করতে أَشَدَّ ذِكْرًا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। أَشَدَّ ذِكْرًا শব্দ যদি না থাকত তাহলে এ আপত্তি হতে পারত, কিন্তু এখন এটি এর সমাধান করে দিয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, পিতার চেয়েও অধিক স্মরণ করো। তিনি (আ.) বলেন, প্রকৃত তওহীদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য আবশ্যক হলো, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি পূর্ণ ভালোবাসা নিয়ে অগ্রসর হও। আর এই ভালোবাসা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রমাণিত হবে না যতক্ষণ বাস্তব কার্যক্রমে পূর্ণ না হবে। এ বিষয়টি কেবল মুখের কথায় সাব্যস্ত হয় না। কেউ মুখে চিনি কিংবা মিছরি নাম উচ্চারণ করলেই মুখ মিষ্টি হয়ে যায় না। কেবল মুখে মিষ্টির নাম উচ্চারণ করলেই মুখ মিষ্টি হয়ে যায় না। মিষ্টির নাম নিলেই মুখ মিষ্টি হয়ে যায় না। মুখে যদি কেউ বন্ধুত্বের দাবি ও স্বীকারোক্তি প্রদান করে, অথচ বিপদ ও সময়কালে তার সাহায্য না করে, উপকারের বদলে হাত গুটিয়ে নেয়, তাহলে বন্ধু সত্যবাদী সাব্যস্ত হতে পারে না। একইভাবে আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদের স্বীকারোক্তি যদি কেবল মুখেই হয় এবং এর সাথে ভালোবাসা পোষণের কথাও যদি কেবল মৌখিক হয় তাহলে কোনো লাভ নেই, বরং এগুলো মৌখিক স্বীকারোক্তির চেয়ে বাস্তবিক কার্যক্রম অধিক আকাঙ্ক্ষা করে। এর অর্থ এটি নয় যে, মৌখিক স্বীকারোক্তি বলতে কিছু নেই। তিনি (আ.) বলেন, আমার উদ্দেশ্য হলো, মৌখিক স্বীকারোক্তির পাশাপাশি কার্যসত্যায়ন আবশ্যক। এ কারণে খোদার পথে নিজের জীবন উৎসর্গ করা প্রয়োজন আর এটিই প্রকৃত ইসলাম। এটিই সেই উদ্দেশ্য, যে-কারণে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে। অতএব যে ব্যক্তি এই ঝরনাধারার নিকটে আসে না, যা খোদা তা'লা এ উদ্দেশ্যেই প্রবহমান করেছেন– সে নিঃসন্দেহে হতভাগা সাব্যস্ত হবে। তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার তওহীদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিজেদের জীবনকে এভাবে সাজাও। আবশ্যিক নয় যে, ওয়াকফ করে জামা'তের চাকরির অধীনেই আসতে হবে, বরং উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ্ তা'লার বাণীকে পৌঁছানোর জন্য, তাঁর শিক্ষার ওপর আমল করার জন্য নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করো, সেগুলোকে এভাবে সাজাও। এটি যেন প্রকাশিত হয় যে, আমাদের জীবন আল্লাহ্ তা'লার জন্যই। নিজেদের জীবনকে এভাবে সাজালে পরেই তোমরা সফল হবে। তিনি (আ.) বলেন, নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য বুঝার চেষ্টা করো, কেবল জগৎ অর্জনই আমাদের লক্ষ্য নয়; বরং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করে আমাদেরকে জগদ্ব্যাপী আল্লাহ্ তা'লার

তওহীদ প্রতিষ্ঠা এবং তা সম্প্রসারণের কাজে যথাসম্ভব চেষ্টা করতে হবে। এই চিন্তা যখন কাজ করবে তখন জামা'তের প্রত্যেক সদস্য স্বীয় ভূমিকা পালন করতে থাকবে। আল্লাহ্ তা'লার তওহীদের পতাকা জগদ্ব্যাপী উড্ডীন করতে, পৃথিবীব্যাপী বিস্তার ঘটাতে এবং মহানবী (সা.)-এর পতাকাতলে আনার চেষ্টা করতে থাকবে। অতএব এই রমযানে যেখানে আমরা এ অঙ্গীকার করেছি, আমরা ইবাদতের প্রতি মনোযোগ দেবো, উন্নত চরিত্রগঠনে যত্নবান হবো, পুণ্যকর্ম সম্পাদনের প্রতি দৃষ্টি দেবো, আল্লাহ্ তা'লার তওহীদ প্রতিষ্ঠায় একনিষ্ঠ হবো– ফলে এসব বাস্তবায়নে আমাদেরকে চেষ্টাও করতে হবে। আর এই চেষ্টা কেবল এ রমযান শেষ হবার সাথে সাথেই শেষ হওয়া উচিত নয়, বরং সারাবছর অব্যাহত থাকা উচিত। এটি যখন সারাবছর অব্যাহত থাকবে, কেবল তখনই আমরা এ উদ্দেশ্য অর্জনকারী সাব্যস্ত হতে পারি– যা আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য। আর এটি যদি বাস্তবায়ন না হয়, তবে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশানুযায়ী, মহানবী (সা.)-এর আদেশ মোতাবেক আমল করে আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে যে বয়আত করেছি– সেটির কোনো অর্থ হয় না। আর সেই উদ্দেশ্যকে আমরা অর্জন করতে পারব না এবং সেসব বিষয় থেকে আমরা কল্যাণমণ্ডিত হতে পারব না, যা তাঁর (আ.) হাতে বয়আত করার মাধ্যমে আমরা পেতে পারি। অতএব সর্বদা এ বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ রাখা উচিত যে, বয়আত করার মাধ্যমে আমাদেরকে নিজেদের ভেতর এক বিশেষ পরিবর্তন সৃষ্টি করতে হবে। আর এ রমযানে যে-সব দোয়া করেছি, যে-সব পুণ্য কাজ করেছি সেগুলোকে জীবনভর সঙ্গী বানানোর চেষ্টা করতে হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেন,

জগৎপূজারিদের মতো থাকলে কোনো কল্যাণ লাভ হবে না। তোমরা আমার হাতে তওবা করেছ। আমার হাতে তওবা এক মৃত্যু কামনা করে, যেন তোমরা নতুন জীবনে এক অন্য সৃষ্টিতে পরিণত হও। বয়আত যদি হৃদয় থেকে না হয় তবে এর কোনো ফল নেই। আমার বয়আতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা হৃদয়ের স্বীকারোক্তি চান। অতএব যে-ব্যক্তি একনিষ্ঠ হৃদয়ে আমাকে গ্রহণ করে, নিজের গুনাহ থেকে সত্যিকার তওবা করে– অতি ক্ষমাশীল, স্বতঃপ্রবৃত্ত দাতা আল্লাহ্ তার পাপসমূহ অবশ্যই ক্ষমা করে দেন। আর সে-ব্যক্তি এমন হয়ে যায়, যেন মায়ের পেট থেকে সদ্য ভূমিষ্ঠ। ফেরেশতারা তখন তার সুরক্ষা বিধান করে। তিনি (আ.) উদাহরণ দিয়ে বলেন, একটি গ্রামে যদি একজন পুণ্যবান থাকে তবে আল্লাহ্ তা'লা তার পুণ্যের স্বপক্ষে বা খাতিরে সেই গ্রামকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে, কিন্তু বিপর্যয় যখন চলে আসে তখন তা সবার ওপর আপতিত হয়। তবুও তিনি নিজ বান্দাকে কোনো না কোনো উপায়ে বাঁচিয়ে থাকেন। আল্লাহ্ তা'লার চিরাচরিত রীতি এটিই যে, একজনও নেক বান্দা যদি থাকে তবে তার কারণে অন্যরা রক্ষা পেয়ে থাকে।

অতএব বর্তমানে পৃথিবীর যে অবস্থা এর মধ্যে বিশেষভাবে আমাদের নিজেদেরকে রক্ষা করার, নিজেদের বংশধরকে রক্ষা করার, সারা বিশ্বকে রক্ষা করার, তওহীদকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার এবং মহানবী (সা.)-এর পতাকাতলে সবাইকে নিয়ে আসার চেষ্টা করা উচিত। আর এ লক্ষ্যে আমাদের মাঝে স্থায়ীভাবে একটি বিশেষ পরিবর্তন আনতে হবে এবং দোয়ার স্থায়ী অভ্যাস নিজেদের জীবনের সঙ্গী বানিয়ে নিতে হবে, যেন আমরা নিজেদেরকেও সুরক্ষিত রাখতে পারি এবং সারা বিশ্বকেও সুরক্ষিত রাখতে পারি, কেননা পৃথিবী খুব দ্রুত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আর আল্লাহ তা'লা চাইলে পৃথিবীর সংশোধনের জন্য উপকরণ সৃষ্টি করতে পারেন, যার ফলে তাদের হৃদয়কে ঘুরিয়ে দেবেন এবং তারা এই ধ্বংস থেকে রক্ষা পাবে। পক্ষান্তরে ধ্বংস অনিবার্যও বটে। তাই আল্লাহ তা'লা মুমিনদের তথা ঈমান

আনয়নকারীদের এ থেকে রক্ষা করুন। আর এ থেকে বাঁচার জন্য আবশ্যক হলো, আমরা যেন আমাদের আমলকে এমনভাবে সাজাই এবং এমনভাবে কার্যসম্পন্ন করি, যেন আল্লাহ তা'লার অনুগ্রহ সর্বদা আমাদের প্রতি বিরাজমান থাকে। আল্লাহ করুন! আমরা যেন এর সত্যিকার অনুধাবন নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করতে পারি যে, কীভাবে আমরা আমাদের ইবাদতকে উজ্জীবিত রাখতে পারি, কীভাবে আমরা আল্লাহ তা'লার সম্পর্ক তৈরি করতে পারি, কীভাবে আমরা তাকওয়ার পথে পরিচালিত হবো, কীভাবে আমরা উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করব, কীভাবে আমরা তওহীদকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করব, কীভাবে এই পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করব আর কীভাবে নিজেকে এই পৃথিবীর ধ্বংসযজ্ঞতা ও আক্রমণ থেকে রক্ষা করা যায়? আর যখন এসব বিষয়ের বাস্তবায়ন ঘটবে এবং আমাদের মাঝে এই অনুভূতি সৃষ্টি হবে, কেবল তখনই আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের প্রকৃত হক আদায়কারী সাব্যস্ত হবো। খোদা তা'লা করুন! আমরা যেন এই বয়আতের পরিপূর্ণ হক আদায়কারী হতে পারি এবং এই রমযান আমাদের জন্য কল্যাণের কারণ হয়। (আল্লাহ্ তা'লা যেন) আমাদেরকে নিজ কৃপারাজি ও কল্যাণমালায় ধন্য করেন এবং রমযান-পরবর্তী দিনগুলো ও সারা বছর, এমনকি আগামী রমযান পর্যন্ত আমরা যেন আল্লাহ তা'লার ইবাদতের দাবি পূর্ণ করতে পারি আর তাঁর বান্দাদের অধিকারও আদায়কারী হতে পারি। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন। (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)